উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নোবেলজয়ীদের সামনে গবেষণাপত্র পেশ মালদার অধ্যাপকের

নরওয়েতে বঙ্গসন্তানের সম্মান

বাপ্পা মালী

মালদা, ১০ অগাস্ট : আন্তর্জাতিক অর্থ সম্মেলনে যোগ দিলেন মালদার ভূমিপুত্র অধ্যাপক অসীমকুমার কর্মকার। নরওয়ে ক্রিস্টিয়ানস্যান্ডে স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ল-তে গত ২ থেকে ৪ অগাস্ট ছিল এই সম্মেলন। আর সেখানেই অর্থনীতিতে নোবেলজয়ীদের সামনে নিজের গবেষণা পত্র পেশ করেছেন অসীম বাবু। তিনি ভারতীয় ব্যাংকিং পরিষেবা কী করে আরও সহজভাবে চলতে পারে তার ওপর গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন।

২০১৬ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পাওয়া হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিভার হার্ট উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। তিনি নিজে এই গবেষণা পত্রের প্রশংসা করেন। এছাড়াও বিশ্বের ৫০টি দেশ থেকে অর্থনীতির তাবড় অধ্যাপক, গবেষকদেরও উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়।

অসীম কর্মকার মালদা জেলা স্কুলে তাঁর স্কুল জীবনের অধ্যায় শেষ করেন ও পরবর্তীতে মালদা কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন এই অধ্যাপক বর্তমানে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত।

এমন কৃতী ছাত্রের সফলতা দেখে অত্যন্ত গর্ববোধ করে স্মৃতিচারণা করলেন মালদা জেলা স্কুলের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন শিক্ষক অরবিন্দ কুমার। তিনি জানান, অসীম প্রথম বাবার হাত ধরে স্কুলগণ্ডিতে প্রবেশ করেছিল। ছোট থেকে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল সে। প্রত্যেকটা শিক্ষকের প্রতি তাঁর যথাযথ যেমন সম্মাননা ছিল, ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেকটা শিক্ষক তাঁকে ভালবাসতেন। তাঁর সফলতা দেখে অত্যন্ত গর্ববোধ হচ্ছে। তাঁর উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করি।

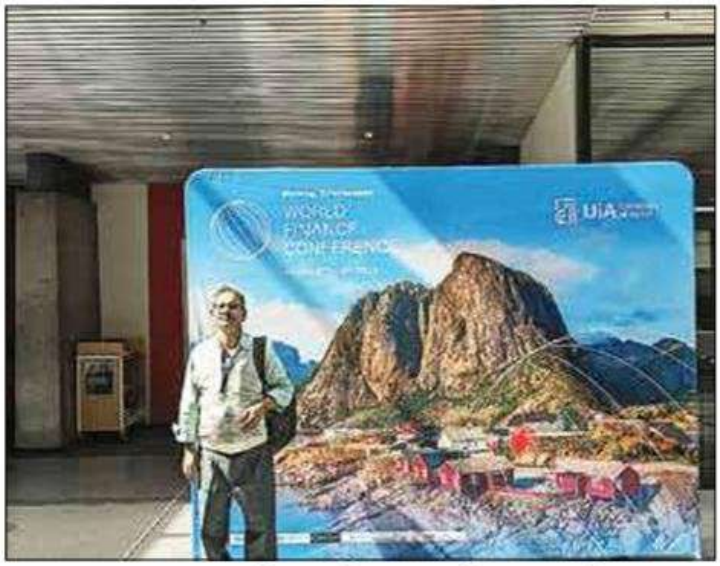

নরওয়েতে আন্তর্জাতিক অর্থ সম্মেলনে অসীমকুমার কর্মকার।

অসীম কর্মকারের এই খবর শুনে অত্যন্ত খুশি মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রভাস চৌধুরী বলেন, অসীম যেমনভাবে মালদা কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, ঠিক তেমনি আমার বন্ধু। অসীম আমাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত। আমি যখন ক্লাসে ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলি তখন মাঝেমধ্যে অসীমকে নিয়ে আলোচনা হয়। ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে জানাতে প্রসঙ্গ টেনে আমি। তাঁর লেখা বিভিন্ন জার্নাল, অর্থনীতি বিষয়ক লেখালেখি ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে গর্বের সঙ্গে বলি অসীম মালদা কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও আমার বন্ধু স্থানীয়। আজ অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে তাঁর এই সফলতায়।

অসীম কর্মকারের সহপাঠী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কনককান্তি বাগচি বলেন, 'আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়াশোনা করতাম। সেই সময় থেকেই দেখেছি অসীম অত্যন্ত মেধাবী ও পড়াশোনা পাগল একটি ছেলে ছিল। কলেজ পাশ করার পর গবেষণার প্রতি তাঁর অদ্ভুতভাবে একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছিল।'

তিনি জানান, কলেজে পড়ার সময় থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়টির প্রতি অসীমের বেশি ঝোঁক ছিল এবং পরবর্তীতে সে বিষয়ে গবেষণাও করেছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দায়িত্বভার সামলেও সে কিন্তু গবেষণায় ফিরে এসেছে এবং এখনও সেই কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে গবেষক অসীম কর্মকারের বক্তব্য, 'তিন দিনের এই আন্তর্জাতিক অর্থ সম্মেলনে প্রায় ৫০ টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে ভারতবর্ষের হয়ে আমি অংশগ্রহণ করি। সেখানকার আতিথেয়তা অত্যন্ত আন্তরিক। ব্যাংকিং সিস্টেমে যে সমস্ত রিস্ক ম্যানেজমেন্ট থাকে, সেগুলি ম্যাক্রো প্রুডেনশিয়াল অ্যাপ্রোচের দ্বারা কীভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। ওই সম্মেলনে বিভিন্ন নামীদামি মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত।'